অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকা মুজিবনগর মডেল মসজিদ

কার্যাদেশের সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হলেও আজও জমি অধিগ্রহণের কারণে কাজ শুরু হয়নি মেহেরপুরের মুজিবনগর মডেল মসজিদের। জেলা, সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ শেষ হলেও অধরা যেন মুক্তিযুদ্ধেও স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরের মডেল মসজিদটি।

মডেল মসজিদ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, “প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। যার স্মারক নমং-১৭৫৯। এর আগে ওই বছরের ২০ জুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের সাথে বাস্তবায়নাধিন প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১২ কোটি ৫৯ লাখ ১৬ হাজার ৪২১ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা অর্থ বাবদ ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৮২১ টাকা জমা প্রদান করেন।

জমি অধিগ্রহণের জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করেন, অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি মসজিদ নির্মানের জন্য নির্ধারিত না হওয়ায় একই মৌজায় ৫০০ ও ৩৬৪ খতিয়ানভুক্ত ৩৬৭ দাগের ০৭.২৫ শতক ও ৩৬৬ দাগের ৩৫.৬৭ মিলে ৪২.৯২ শতক জমা পাওয়া যাচ্ছে বলে স্কেচ ম্যাপ পাঠিয়ে তা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। পরে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত ৪২.৯২ শতক জমি বাবদ ১ কোটি ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪২২ টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে আবেদন করেন। এবং ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি টাকা পেয়েছেন উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রাপ্তী স্বীকার পত্র পাঠান।

তথ্য উপাত্ত জানা গেছে, জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ হলেও কার্যাদেশ প্রদানের সাড়ে চার বছর এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রায় আড়াই বছর হতে চললেও এষনও পর্যন্ত সে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। ফলে মুজিবনগরবাসী অপেক্ষায় আছেন কবে হবে মডেল মসজিদ।

অপরদিকে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেছেন কাজটি দ্রুত শুরু করার জন্য। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়ে তাগাদা দিয়েছেন। তবুও কোন অগ্রগতি মেলেনি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদ স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ইউএনও এবং নিজে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অধিগ্রহণের জন্য ৪ ধারার যে নোটিশ জারি হয় কি কারণে সে নোটিশ জেলা প্রশাসক মহোদয় কেন দেননি তার সদুত্তর আমার কাছে নেই।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধি জাকির হোসেন খাঁন বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদের কাজ চুক্তি হওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে গেলো। প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বারবার আবেদন করে কোন সুফল মিলছে না।

হাসানুজ্জামান লাল্টু তিনি স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, মুজিবনগর বাংলাদেশের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি উপজেলা। গুরত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানকার মডেল মসজিদটি সবার আগে নির্মাণ হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসিনতায় এখনো জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানতে পেরেছি। যা খুবই দু:খজনক। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টরা এই মসজিদটি নির্মাণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্থানীয় ইয়ামিন হাসান বলেন, চার বছর ধরে শুনছি মুজিবনরে মডেল মসজিদ হবে। শুনতে শুনতে জেলা শহরসহ অন্যদুটি উপজেলায় হয়ে গেছে। কিন্তু মুজিবনগরে নাকি এখনো জমি নিতেই পারেনি। জেলা প্রশাসন আন্তরিক হলে অনেকই আগেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হতো। আমাদের দাবি দ্রুত জমি অধিগ্রহণ কেও মসজিদটি নির্মাণ করা হোক।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান বলেন, প্রস্তাবিত জমির দুইজন মালিকের একজন মামলা করেছেন এবং একজন অধিগ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত জটিলতায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে আছে। ফলে মডেল মসজিদের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

প্রকল্প পরিচালক মো: নজিবর রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমরা জমি অধিগ্রহণের টাকাও দিয়ে দিয়েছি। বারবার তাগাদা দিচ্ছি জমি অধিগ্রহণের জন্য। গত ২২ এপ্রিল এনিয়ে পুনরায় মিটিং করে তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে হিন্দু মহাজোটের উদ্যোগে পথচারীদের মাঝে শরবত বিতরণ

চলমান তীব্র দাবদাহে পিপাসার্ত মানুষের মাঝে (লেবু, ট্যাং, চিনি ও পুদিনা পাতা মিশ্রিত) শরবত বিতরণ করছে বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট ঝিনাইদহ জেলা শাখা।

শনিবার(৪ মে) ঝিনাইদহে প্রাণ কেন্দ্রে পায়রা চত্বরে, সুইট মোড়ে, মুজিব চত্ত্বর মোড়ে এই শরবত বিতরণ করেন।

এ সময় শ্রীপাদ ত্রিভঙ্গ মুকুন্দ দাস ব্রহ্মচারী অধ্যক্ষ শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির ইসকন বলেন, ঝিনাইদহ সহ সারা দেশে টানা তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এতে জনজীবনে একধরনের অস্বস্তি বিরাজ করছে। তাই আমরা তাদের একটু সহযোগিতায় শরবত বিতরনের উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি আরো বলেন তীব্র গরম পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে আশেপাশে শ্রমজীবী মানুষদের পাশে দাড়াতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ঝিনাইদহ জেলা শাখা সহ-সভাপতি স্বপন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শ্রীমান গোপাল চন্দ্র দাস , যুগ্ন সাধারন সম্পাদক শিবেন চন্দ্র লিটন, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজকুমার বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক তাপস কুণ্ডু। আরো উপস্থিত ছিলেন ইসকন ঝিনাইদহ সদস্যবৃন্দ তরুণ কুমার মুন্সি, জয়ন্ত কুমার দাস, রাজু কৃষ্ণ দাস, প্রকাশ কৃষ্ণ দাস।

মেহেরপুরে বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকারের নামাজ আদায়

তীব্র গরম থেকে বাঁচতে বৃষ্টির প্রার্থনা করে মেহেরপুরে ইস্তিসকার নামাজ পড়েছেন মুসল্লিরা।

আজ শনিবার (২৭ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে দুই রাকাত ইস্তিসকার নামাজ আদায় করা হয়।

নামাজে মহান আল্লাহর কাছে মুসল্লিরা প্রার্থনা করে চলমান আবহাওয়া পরিবর্তন করে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন।
এ সময় মাঠের কৃষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জনতা নামাজে অংশগ্রহণ করে বৃষ্টি ও তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ করেন।



নামাজে ইমামতি করেন জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম ও ও মোনাজাত করেন জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোঃ রোকনুজ্জামান।

রোজার পর থেকে মেহেরপুরে প্রতিদিনই প্রখর রোদ আর টানা তাপপ্রবাহের সঙ্গে ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষসহ প্রাণিকুল।

এমন অবস্থা চলতে থাকলে জনজীবনের পাশাপাশি কৃষকের চাষাবাদের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান জেলা জাতীয় ইমাম সমিতি ও জেলা ওলামা পরিষদ।

[redacted]

[redacted]

তীব্র তাপদাহ ও অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য গাংনীতে সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেন।

এসময় গাংনী পৌর শহরের বিভিন্ন মুসল্লীরা ইস্তিসকার নামাকে উপস্থিত হয়ে নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে বৃষ্টির প্রার্থনা করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রখর তাপদহে বৃষ্টির আশায় ইস্তিসকার নামাজ আদায়

প্রখর তাপদহের মধ্যে সারিবদ্ধ ভাবে বৃষ্টির আশায় বিশেষ নামাজ (ইস্তিসকার) আদায় করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলার শত শত মানুষ।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার দারুস সালাম ঈদগাহ ও কুমারী ইউনিয়নের ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে এ নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।

দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠের নামাজে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের। কুমারী ফুটবল মাঠে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা গিয়াস উদ্দীন।

টানা এক সপ্তাহ তীব্র তাপদহে বৃষ্টি না হওয়ায় মরতে শুরু করেছে কৃষকের ফসলের ক্ষেত, কষ্টে আছে গাছপালাসহ প্রাণীকুল। গত দু’দিন তাপমাত্রা একটু কমলেও বৃষ্টির দেখা নেই।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চুয়াডাঙ্গায় ৪০-৪২ ডিগ্রির ওপরে তাপমাত্রা ওঠা-নামা করছে। আজ বুধবার সকাল ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের হাটকালুগঞ্জে অবস্থিত আবহাওয়া অফিস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ৩২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ৫৩ শতাংশ।

[redacted]

[redacted]

মোনাজাত করা হয়েছে।”
তিনি আরও জানান, ইসতিসকার নামাজ তিন দিন আদায় করা সুন্নত।

আগামীকাল সকালে কুষ্টিয়ার মিলপাড়া জামে মসজিদ প্রঙ্গনে বৃষ্টির প্রত্যাশায় ইস্তিসকার নামাজের আহবান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত,কালবৈশাখীর মৌসুমেও প্রায় এক মাস বৃষ্টির দেখা নেই। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি উঠছে না অগভীর নলকূপ ও সেচ পাম্পে। তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্থ হয়ে উঠছে। রোদে পুড়ে নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ফসল ।

নিন্ম আয়ের খেটে খাওয়া মানুষেরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। তবে শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ডায়রিয়াসহ গরমজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কুমারখালী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ জানান, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পূর্বাভাসে।

ঝিনাইদহে বৃষ্টির জন্য সালাতুল ইস্তিসকারের নামাজ আদায়

ঝিনাইদহে রোদ আর তীব্র তাপদাহে নাভিশ্বাস উঠেছে জনজীবনে। কমছেই না তাপমাত্রার পারদ উল্টো দিন দিন বাড়ছে গরম আর তাপদাহ। বৃষ্টির আশায় প্রহর গুনছে মানুষ।

এ অবস্থায় বৃষ্টির আশায় ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেছেন ঝিনাইদহের মুসল্লীরা। সকালে শহরের ওয়াজির আলী স্কুল মাঠে জেলা ইমাম পরিষদের আয়োজনে সালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আদায় করা হয়। এতে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কয়েক’শ মুসল্লী অংশ নেয়। নামাজের ইমামতি করেন শহরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব শায়েখ মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান। নামাজ শেষে বৃষ্টির আশায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এ সময় মুসল্লীরা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে ঝিনাইদহ তথা পুরো বাংলাদেশে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন।
নামাজ শেষে শায়েখ মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন বৃষ্টি

না হওয়ায় মানুষ পানির জন্য খুব বিপদে আছে। বৃষ্টি বা পানির জন্য আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাওয়া সুন্নাত। আর চাওয়াকে আরবিতে সালাতুল ইস্তিসকার বলা হয় অর্থাৎ পানির জন্য দোয়া করা।

তিনি আরও বলেন, রাসুল (সাঃ) এই নামাজের সময় তার দু-হাত উল্টে মোনাজাত করতেন । তার মানে তিনি পরিস্থিতির পরিবর্তন চাচ্ছেন। আমরাও উনার মতো করে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ঠজনরা যেখানে নামাজ আদায় করবেন

এবারের ঈদুল ফিতরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন।

তারা তারা নিজ এলাকায় ঈদের নামাজে অংশ নেবেন এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার মেহেরপুর শহরের পৌর ঈদগাহে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর তার নিজ গ্রামে মহম্মদপুর, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক গাংনী পৌর ঈদগাহ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামান

খোকন নিজ গ্রাম তেরাইল ঈদগাহ, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী চৌগাছা ঈদগাহ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন নিজ গ্রাম হিন্দা ঈদগাহ, সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোরাদ হোসেন নিজ গ্রাম করমদি ঈদগাহ, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

নামাজ শেষে এসব জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঈদ উপলক্ষে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার সুপার নাজমুল হক মেহেরপুর ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র শবে-ক্বদর এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য” শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় এছাড়া জেলা মডেল মসজিদ ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম, ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ,মোয়াজ্জেম ইসরাফিল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]